১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
র‍্যাব ফোর্সেস
RAB
RAB SPECIAL FORCE
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বাংলাদেশ আমার অহংকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১২ চৈত্র ১৪২৫
২৬ মার্চ ২০১৯

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি র‍্যাব'র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন জন্মলগ্ন থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জনমানুষের নিরাপত্তা বিধান ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে এ বাহিনী ইতোমধ্যে জনমনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর র‍্যাব সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

দেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার, জঙ্গী ও চরমপন্থীদের মূলোৎপাটন, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারসহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে র‍্যাব ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছে। সুন্দরবনে জলদস্যু বিরোধী অভিযান এবং আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে র‍্যাব উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, সর্বোপরি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে লালন করে সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকবে- এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি র‍্যাব এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এলিট ফোর্স র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি র‍্যাব ফোর্সেস এর সকল শহীদ সদস্যদের, যাঁদের বীরত্ব ও আত্মদান আমাদের আইন-শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা রক্ষায় এক মহিমান্বিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সূচনালগ্ন থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সমন্বয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিদের দমন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও বিস্তাররোধ, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের উদ্ধার, অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ, মানবপাচার রোধ, ভেজাল বিরোধী অভিযান, জলদস্যু ও বনদস্যুদের দমনসহ আইন-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী বিভিন্ন আগ্রাসী অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিহতকরণে সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে। দায়িত্ব পালনে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখে র‍্যাব ফোর্সেস জনমানুষের আস্থা, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতা, দায়িত্বশীলতা এবং পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুন্দরবনকে জলদস্যুমুক্তকরণসহ আত্মসমর্পনকৃতদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নিয়ে র‍্যাব ফোর্সেস উপকূলীয় মানুষের জীবন নিরাপদ ও অভিশাপমুক্ত করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের স্বাধীন ভূখন্ডের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার্থে র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রত্যেক সদস্য সততা, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসা দিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস এর শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এটাই প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাব ফোর্সেস এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বাহিনীতে নিয়োজিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে যে সকল র‍্যাব সদস্য বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

র‍্যাব বাহিনী প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি এর সকল সদস্য সাহসিকতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, পেশাদারিত্ব এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, মাদক দমন ও নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নির্মূলকরণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর অপরাধের তদন্তের মাধ্যমে সাফল্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

সুন্দরবন ও সংযুক্ত জনপদের জলদস্যু ও বনদস্যুসহ দুষ্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় এনে এবং অপরাধ সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যতে র‍্যাব ফোর্সেস- এর সকল সদস্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ এবং সুচারুরূপে পালনের মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সার্বিক মানোন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)

ফিরে দেখা ২০১৮ ঃ র‍্যাবের সাফল্য

কর্নেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিপিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), র‍্যাব ফোর্সেস

ভূমিকা ঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাব জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। র‍্যাব কর্তৃক গৃহীত এরূপ বহুমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। গত ১ বছরে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক এবং অপহরণসহ নানাবিধ অপরাধ দমনে র‍্যাব ফোর্সেস সর্বমোট ২৩,৫০১ জন বিভিন্ন অপরাধীকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। এই সফলতা অর্জনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান, র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম এবং সর্বোপরি দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালবাসা। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় গত এক বছরে র‍্যাবের সফলতা ছিল ঈর্ষণীয়। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। জলদস্যু মুক্ত সুন্দরবন ঃ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর বিশ্বের 'ওয়ার্ল্ড হেরিট্যাজ' খ্যাত বন সুন্দরবন। এক সময় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জলদস্যু বাহিনী খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছিল। তৎপ্রেক্ষিতে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলকে বনদস্যু ও জলদস্যু মুক্ত করতে সরকারের নীতি ও কৌশলের আলোকে র‍্যাব সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে। ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে র‍্যাব মহাপরিচালককে প্রধান সমন্বয়কারী করে সুন্দরবনে জলদস্যু দমনে টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে গোড়াপত্তন ঘটে জলদস্যু মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার। লিড এজেন্সি হিসেবে র‍্যাব ২০১২ সাল হতে সুন্দরবনে জোরালো অভিযান পরিচালনা করে আসছে। উক্ত অভিযান সমূহে গ্রেপ্তার হয় ২৬২ জন জলদস্যু ও উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ। গুলিবিনিময়ে নিহত হয় ১৩৫ জন দস্যু। জলদস্যুদের অপরাধ জগৎ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগও সৃষ্টি করে দেয় সরকার। ২০১৬ সাল হতে অদ্যাবধি র‍্যাবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনের ৩২টি দস্যু বাহিনীর ৩২৮ জন সদস্য, ৪৬২ টি অস্ত্র ও ২২,৫০৪ রাউন্ড গোলাবারুদসহ আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকৃত জলদস্যু/বনদস্যুদের স্বাবলম্বী হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এছাড়াও, র‍্যাবের পক্ষ হতে প্রত্যেককে ২০,০০০/- টাকা, ০১ টি করে মোবাইল সেট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। র‍্যাবের উদ্যোগে জলদস্যু ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরূপ সাফল্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১লা নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ হতে সুন্দরবন অঞ্চলকে বনদস্যু/জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করেন। সুন্দরবন এখন দস্যুমুক্ত। এই অর্জন ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি কৌশল, পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারের ধারাবাহিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও প্রতিফলন। এছাড়াও, গত ২০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কক্সবাজারের মহেশখালী-কুতুবদিয়া উপকূলীয় অঞ্চলে ০৬টি বাহিনীর ৪৩ জন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করে। তাদের কাছ থেকে ৯৪টি অস্ত্র এবং ৭,৬৩৭ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে র‍্যাব। সুন্দরবনের জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে কক্সবাজারের মহেশখালীর দস্যুরাও আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। অচিরেই মহেশখালীসহ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সকল উপকূলীয় অঞ্চল দস্যু মুক্ত হবে।

২। মাদক বিরোধী অভিযানঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব ম্যানডেটের আলোকে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে এ বছর মাদক বিরোধী অভিযান বিশেষ গুরুত্ব পায় ২০১৮ সালে বিগত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দরবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শুরু হয় র‍্যাবের "চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে" নামক মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযাত্রা। জোরদার করা হয় সমগ্র দেশে মাদক বিরোধী অভিযান। ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধে ইয়াবার প্রবেশদ্বার টেকনাফে স্থাপন করা হয় র‍্যাবের কৌশলগত ৫টি বিশেষ ক্যাম্প, চেক পোস্ট এবং পরিচালিত হয় বিশেষ নৌ টহল। র‍্যাবের তীক্ষ্ণ গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত ছিল মাদক ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য গতিবিধির উপর। ফলে ইয়াবার রং, রুট পরিবর্তন ও পরিবহনের অভিনব অপকৌশলগুলো একে একে ধরা পড়ে র‍্যাবের হাতে। এছাড়া অন্যান্য মাদক দ্রব্য উদ্ধারে র‍্যাবের কার্যকরী ভূমিকা অব্যাহত ছিল। মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চলাকালে গুলিবিনিময়ে ১০০ জন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়। অভিযানে গুলিবিদ্ধ হয় ৬ র‍্যাব সদস্য। অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ উক্ত ১৩ জন র‍্যাব সদস্যকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিপিএম (সাহসিকতা) পদকে ভূষিত করেছেন। মাদক নির্মূলে সমগ্র দেশব্যাপী একদিকে রোবাস্ট অপারেশন ও অন্যদিকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে র‍্যাব কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখে। মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়তে র‍্যাব কর্তৃক ক্রোড়পত্র প্রকাশ, লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ, সভা সেমিনার আয়োজন এবং প্রচার করা হয় মাদক বিরোধী টিভিসি। এভাবে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনার ফলে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় ২০ হাজার মাদক কারবারী এবং উদ্ধার হয় প্রায় ৭৫,৭৯,২৮৫ পিস ইয়াবাসহ অন্যান্য বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য যেমন ঃ হেরোইন ২২.৮৭৮ কেজি, ফেন্সিডিল ৯১,৩৫৮ বোতল, গাঁজা ৩,০১৫.৪০৭ কেজি ইত্যাদি যার মূল্য প্রায় চারশত পঞ্চাশ কোটি টাকা।

৩। জঙ্গি নির্মূলে র‍্যাবের সাফল্যঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতির আলোকে বাংলাদেশ আজ জঙ্গি দমনে বিশ্বের বুকে রোল মডেল। একসময় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জঙ্গিবাদের মদদদাতা ও মদদপুষ্টরা দেশে অরাজকতা ও সহিংস নাশকতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি অস্থিতিশীল ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছিল। সময়ের পরিক্রমায় শীর্ষ জঙ্গি নেতাদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক অকার্যকর করে দিয়েছে র‍্যাব। পূর্বের ন্যায় এ বছরেও জঙ্গিদের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দেয় র‍্যাব। এ বছর র‍্যাবের অন্যতম সাফল্য ছিল হলি আর্টিজান মামলার চার্জশীটভুক্ত ২ জন পলাতক আসামী যথাক্রমে জেএমবির শুরা সদস্য মামুনুর রশীদ @ রিপন এবং জেএমবি শীর্ষ নেতা মোঃ শরিফুল ইসলাম @ খালিদ গ্রেপ্তারের ঘটনা। এই জঙ্গি নেতারা হলি আর্টিজান হামলায় অস্ত্র, বিষ্ফোরক, অর্থ সহায়তা ছাড়াও হামলাকারী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও সর্বোপরি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিল। এছাড়াও, জঙ্গি নেতা শরিফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যার মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী। গত ০৫ অক্টোবর ২০১৮ চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি জঙ্গি আস্তানায় র‍্যাবের অভিযানে ০২ জঙ্গি নিহত হয় এবং উদ্ধার করা হয় একটি একে ২২ রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্র ও গোলা-বারুদ। র‍্যাবের অভিযানে ধরা পড়ে জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের টার্গেট কিলিং মিশনের ৪ সক্রিয় সদস্য। ফলে ভেস্তে যায় একটি পত্রিকার সম্পাদকসহ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের হত্যা ও কারাগারে হামলা করে তাদের প্রধান নেতাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। এভাবে র‍্যাবের সময়োচিত পদক্ষেপ ও তীক্ষ্ণ গোয়েন্দা নজরদারি অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দেয় জঙ্গি হামলা এবং হামলার সকল পরিকল্পনা। এ বছরে সর্বমোট ১৯৯ জন জঙ্গি গ্রেপ্তারসহ উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরঞ্জামাদি।

৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে র‍্যাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ঃ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র‍্যাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী এবং সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার ছিল অন্যতম। নির্বাচনকালীন সময়ে র‍্যাবের রোবাস্ট পেট্রোলিং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া কালো টাকা ছড়িয়ে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার অপচেষ্টাও রুখে দেয় র‍্যাব। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ র‍্যাবের অভিযানে রাজধানীর মতিঝিল থেকে ৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা উদ্ধারসহ আটক করা হয় ২ অপরাধীকে। র‍্যাবের এ সাফল্য সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে।

৫। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ঃ সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তৎপর রয়েছে র‍্যাব। র‍্যাবের নবগঠিত "র‍্যাব সাইবার মনিটরিং সেল", অনলাইনে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচার প্রতিরোধে ছিল তৎপর। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার ওয়েবসাইটের অনুকরণে ২২টির অধিক নকল ওয়েবসাইট তৈরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণা এবং ছাত্র আন্দোলন ও কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানোর অপরাধে এক অভিনেত্রীসহ অনেক সাইবার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব, ফলে নস্যাৎ হয় সকল চক্রান্ত। গত ২০১৮ সালে র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে ৬৩ জন সাইবার অপরাধী। জনস্বার্থে গুজব প্রতিরোধে ফেইসবুকে খোলা হয় "র‍্যাব সাইবার নিউজ ভেরিফিকেশন সেন্টার নামক পেইজ" এবং নির্মাণ করা হয় "মিথ্যে রুখে সত্য জানো" নামক একটি টিভিসি যা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

৬। অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারঃ জননিরাপত্তা নিশ্চিত ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে সর্বদাই তৎপর ছিল র‍্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৮ সালে মহেশখালীর দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ২টি অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে ২০টি অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদসহ আটক করা হয় অস্ত্র তৈরির মূল কারিগরকে। এছাড়া ঢাকা, রংপুর, যশোর এবং খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে এ বছর ৭৩৯ টি দেশী/বিদেশী অস্ত্র উদ্ধারসহ ৫৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

৭। চাঞ্চল্যকর ঘটনাঃ রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে বাসচাপায় শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় ৩ বাসের চালক ও হেলপারসহ ০৫ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ঢাকা সেনানিবাসে ইবিএল এটিএম বুথ নিরাপত্তা কর্মী হত্যা মামলার মূল আসামী গ্রেফতার এবং বহুল আলোচিত শ্রীলংকার আর্ন্তজাতিক মাদক পাচার চক্রের বাংলাদেশী ০৪ সদস্য গ্রেপ্তার ছিল অন্যতম। বছর জুড়ে আরও অর্ধশতাধিক চাঞ্চল্যকর মামলার আসামি গ্রেপ্তারে তৎপর ছিল এই এলিট ফোর্স।

৮। ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত প্রতারণাঃ সাম্প্রতিক সময়ে ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত প্রতারণা একটি আলোচিত বিষয়। এক শ্রেণীর অসাধু চক্র বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত প্রতারণা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ন্যায় এ বছরও এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ উদ্যোগের পাশাপাশি সাইবার পেট্রোলিং, আন্ডার কভার অপারেশন ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় র‍্যাব। র‍্যাবের বহুমুখী কর্মপরিকল্পনায় এসএসসি পরীক্ষা অত্যন্ত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, এ বছরের গত তিন মাসে বিভিন্ন পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র প্রতারণার সাথে যুক্ত ৬৫ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে র‍্যাব।

৯। শিশু ও নারী অধিকার রক্ষাঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নারী ও শিশু অধিকার সমুন্নত রাখতে র‍্যাব কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। ধর্ষণের মত ঘৃণিত অপরাধ ও যৌন হয়রানি রোধে কঠোর ভূমিকা পালন করে আসছে র‍্যাব। গত এক বছরে এ ধরনের ৫৪ জন ঘৃণ্য অপরাধী গ্রেপ্তার হয় এবং অভিযানে নিহত হয় ০৪ শিশু ধর্ষণকারী।

১০। মানবপাচার প্রতিরোধঃ লোভনীয় বেতনে চাকুরির প্রলোভনে প্রবাসে কর্মসংস্থানের নামে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর মানবপাচারকারী চক্রের দ্বারা প্রতারিত ও নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতারিত হয়ে অনেকেই গভীর সমুদ্রে বা বন জঙ্গলে মানবেতর জীবন যাপন বা মৃত্যুবরণ করে। অনেকেই প্রতারিত হয়ে বিদেশে দীর্ঘদিন কারা ভোগ করে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। গত এক বছরে র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার হয় ২৩ জন মানব পাচারকারী এবং একই সাথে ২০ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।

১১। ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ও অপহরণ ঘটনায় র‍্যাবের সাফল্য ঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব ডাকাতি, ছিনতাই ও অপহরণ সংক্রান্ত অপরাধ দমনের মাধ্যমে গণমানুষের আস্থার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত এক বছরে ডাকাতি, ছিনতাই, মলম ও অজ্ঞান পার্টি দমনে র‍্যাব বরাবরের মতই তৎপর ছিল। এ বছর র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৬১ জন সংঘবদ্ধ ডাকাত, ছিনতাইকারী ও মলম পার্টির সদস্য। এছাড়াও ২০১৮ সালে ১৩৭ জন অপহৃতদের উদ্ধার এবং অপহরণের সাথে জড়িত ২২৬ জন গ্রেপ্তার ছিল র‍্যাবের অনন্য সাফল্য।

১২। বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা ঘটনা রোধঃ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে দেশের অভ্যন্তরে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় র‍্যাব সদা তৎপর। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকা থেকে দুবাইগামী বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ ছিনতাইয়ের চেষ্টা প্রতিহতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে র‍্যাব। চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে বর্ণিত উড়োজাহাজটি জরুরী অবতরণের পর বিমানটির নিরাপত্তা বিধান করে এবং সেনা কমান্ডোদের সাথে র‍্যাব সদস্যগণ যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে অভিযানে গুলিবিদ্ধ দুষ্কৃতিকারীর শরীর হতে ঝুঁকিপূর্ণ বোমাসদৃশ্য বস্তু অপসারণ করে র‍্যাবের চৌকস সদস্যরা।

এছাড়াও র‍্যাব ক্রিমিনাল ডাটাবেইজ এর সহায়তায় দুষ্কৃতিকারীর সংগৃহীত ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন করে র‍্যাব। র‍্যাবের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরিকৃত আরেকটি ডাটাবেইজ র‍্যাব প্রিজন ইনমেট ডাটাবেইজে কারাগারে অন্তরীণ ৪,২৯,২২১ জন কয়েদির তথ্য উপাত্ত সংরক্ষিত রয়েছে। র‍্যাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উক্ত ডাটাবেইজ ২টি অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছে।

১৩। অনিবন্ধিত সিম ও অবৈধ ভিওআইপি বিরোধী অভিযানঃ অনিবন্ধিত সিমের অন্যতম গ্রহীতা হল পেশাদার অপরাধীরা। এ লক্ষ্যে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি অভিযানে একটি মোবাইল ফোন অপারেটরের সেলস এক্সিকিউটিভ সহ ০৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া রাজধানীর ভাটারা, মোহাম্মদপুর ও চট্টগ্রাম হতে বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি সরঞ্জামাদিসহ বেশ কয়েকজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

১৪। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনায় দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি হোটেল/রেস্টুরেন্টে অভিযান চালায় র‍্যাব। মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাবার প্রক্রিয়াজাত এবং অপরিশোধিত পানি বিক্রির দায়ে বেশ কয়েকটি কোম্পানীতে অভিযান চালায় র‍্যাব। এছাড়া পবিত্র রমজান মাসে মান সম্মত ইফতার কেনাবেচা তদারকিতে তৎপর ছিল র‍্যাবের মোবাইল কোর্ট। মেয়াদ উত্তীর্ন ও ভেজাল ঔষধ তৈরীকারকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল মোবাইল কোর্ট। গত এক বছরে র‍্যাবের মোবাইল কোর্ট-এর ২,৩৭৫টি অভিযানে ৮,৮৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান এবং প্রায় ১২ কোটি টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

১৫। অন্যান্য ঃ শুধু অপরাধ দমন নয়, ঈদ, পূজা, পহেলা বৈশাখ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকে এই বাহিনী। ভিআইপিদের নিরাপত্তাসহ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে র‍্যাবের কার্যক্রম বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

উপসংহার ঃ একটি স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে র‍্যাব জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারী নির্দেশনায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বহুমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। র‍্যাব কর্তৃক গৃহীত এইরূপ বহুমুখী তাৎপর্যপূর্ণ আভিযানিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ চৈত্র ১৪২৫
২৬ মার্চ ২০১৯

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের জননন্দিত অঙ্গসংস্থা র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি এর সদস্যগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

"বাংলাদেশ আমার অহংকার" এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি র‍্যাব ফোর্সেস এর সদস্যগণ সাহস, আন্তরিকতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের শপথে বলীয়ান হয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্তকরণসহ আত্মসমর্পণকৃতদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য র‍্যাব ফোর্সেস- এর উদ্যোগ ম্যানগ্রোভ বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উপকূলীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা, মাদক বাণিজ্য, অবৈধ মারণাস্ত্র এবং বিস্ফোরকদ্রব্যের ব্যবহার নির্মূলকরণসহ জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের সহায়ক হিসেবে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধকরণসহ অন্যান্য বহুমুখী অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস- এর সামগ্রিক কর্মকান্ড সমাজের সকল স্তরে ভূয়সী প্রশংসিত হচ্ছে। তাই র‍্যাব ফোর্সেস এখন দেশের সকল মানুষের মনে এক আস্থার প্রতীক। সনাতন অপরাধসমূহের দমনসহ নবরূপে আবির্ভূত অপরাধসমূহ যেমন- আর্থিক অপরাধ, সাইবার অপরাধ, প্রশ্নপত্র ফাঁসকরণ, ভেজাল খাদ্য ও রাসায়নিক বিক্রয় ইত্যাদির প্রতিহতকরণ এবং কারণ অনুসন্ধানে র‍্যাব ফোর্সেস আগামীতে তার কর্মপ্রচেষ্টাকে বর্ধিতকরণ এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাসহ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং উৎসাহব্যঞ্জক নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদান করতঃ জনমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়নে র‍্যাব ফোর্সেস- এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। ফলশ্রুতিতে র‍্যাব ফোর্সেস- এর আধুনিকায়নে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি র‍্যাবের সদস্যদের যাঁরা দায়িত্ব পালনের সময়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। একই সাথে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি আশা করি, একটি আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর স্বপ্নের সফল ও সার্থক বাস্তবায়নে র‍্যাব ফোর্সেস তার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবে।

আমি র‍্যাব ফোর্সেস- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ এর এলিট ফোর্স, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে আমি এ ফোর্সের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

যে সকল নির্ভীক র‍্যাব সদস্য বিগত সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনকালে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাদের পরিবারবর্গের প্রতি রইলো আমার গভীর সমবেদনা।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব ফোর্সেস এর সদস্যগণ অত্যন্ত সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় উগ্রবাদ, চরমপন্থী দমন, অস্ত্র উদ্ধার, শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের গ্রেফতারসহ মাদক নির্মূলে র‍্যাব ফোর্সেস প্রশংসা অর্জন করেছে।

র‍্যাব ফোর্সেস এর কর্মপ্রচেষ্টা শুধু জননিরাপত্তা বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন জনপদের জলদস্যু ও বনদস্যুদের দমন ও সুপথে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সুন্দরবনকে অভয়ারণ্য পরিণত করতে সাফল্য অর্জন করেছে। আগামী দিনেও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ ও অপরাধ দমনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি-নির্ভর জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে তারা একটি সন্ত্রাসমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে - এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল আয়োজন সার্বিকভাবে সুন্দর, সফল ও সার্থক হোক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)

মহাপরিচালক
র‍্যাব

বাণী

"বাংলাদেশ আমার অংহকার" মূলমন্ত্রে দীক্ষিত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভলগ্নে দেশবাসী ও র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রত্যেক সদস্যকেই জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহিমান্বিত মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা জয়ন্তী উদযাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমি বিনম্র ও গভীর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের কালোরাত্রিতে ঘাতকদের নির্মম বুলেটে নিহত তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে ও অন্যান্য শহীদদের এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহীদদের। গভীর শ্রদ্ধায় আরো স্মরণ করছি সে সকল অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যদের, যাঁরা দেশের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা বিধান, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমন এবং সর্বোপরি আইনশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে দেশ মাতৃকার স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিতকরণ এবং স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থিদের দমন ও মূলোৎপাটন, চিহ্নিত অরাজকতাকারী, ভয়ংকর অপরাধীদের গ্রেফতার, অবৈধ মারণাস্ত্র এবং গোলাবারুদসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের বাণিজ্য দমন, অবৈধ মাদকদ্রব্যের বাণিজ্য নির্মূল, মানব পাচার প্রতিহতকরণ, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে রচনা করেছে এক নজিরবিহীন সাফল্যগাঁথা ।

সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্তকরণ এবং আত্মসমর্পণকৃত জলদস্যুদের পুনর্বাসন এর মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস বাংলাদেশের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন, পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনের জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে দেখিয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য, নিশ্চিত করছে উপকূলীয় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, অভিশাপমুক্ত করে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে অসংখ্য পথচ্যুত সাধারণ মানুষকে। সম্প্রতি পাবলিক পরীক্ষা সমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধেও র‍্যাব ফোর্সেস দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য প্রদর্শন করেছে।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির সফল বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলোতে র‍্যাব ফোর্সেস তার কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও বেগবান করবে, আমি এ প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

র‍্যাব ফোর্সেস এর আগামীর পথচলা সুগম করে এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি রইল আমার বিনীত অনুরোধ।

বেনজীর আহমেদ, *বিপিএম* (বার)

COURTESY BY: IFIC BANK

SAIF POWERTEC

Headroom-2019